দৈনিক সংবাদ

তারিখ 05 MAY 1989
পৃষ্ঠা 4 কলাম 6

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

031

ইংরেজী ২য় পত্রের পরীক্ষা পুনঃ গ্রহণ করা হোক

চট্টগ্রামের রাউজান মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রে বহিরাগত দুষ্কৃতকারীদের হামলায় বিগত ১৮।৩।৮৯ইং তারিখের ইংরেজী ২য় পত্রের পরীক্ষা ঘণ্টাখানেক চলার পর বানচাল হয়ে যায়। হামলাকারীদের ভাঙচুর, গোলাগুলী ও মারধরের কারণে পরীক্ষার্থীরা প্রাণ ভয়ে খাতাপত্র ফেলে পরীক্ষা কক্ষ ত্যাগ করে। ঐ সময় কিছু কিছু খাতা হারিয়ে যায়। সন্ধ্যার পর কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় রাত ১০টা অবধি ঐ অসমাপ্ত পরীক্ষা নেয়া হয়। কিন্তু অধিকাংশ পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত থাকায় কর্তৃপক্ষ পরের দিন অর্থাৎ ১৯।৩।৮৯ তারিখ পর্যন্ত খাতা জমা দেয়ার সময়সীমা বর্ধিত করেন এবং রাউজান উপজেলা পুলিশ প্রশাসন উত্তরপত্র জমা নেন। কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ সূত্রে প্রকাশ ১৮।৩।৮৯ তারিখ রাত পর্যন্ত যে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে, তা নাকি বৈধ পরীক্ষা বলে ধরে নেয়া হয়েছে। তাই ঐদিন রাত অবধি যে খাতা সংগ্রহ করা হয়েছে তা বোর্ডে পাঠানো হয়েছে। পরদিন থানায় জমা দেয়া ৭০০।৮০০ খাতা নাকি অবৈধ বলে গণ্য হয়েছে। তাই ওগুলো পরীক্ষণের জন্য বোর্ডে পাঠানো হয়নি। অতএব, খাতা জমা না পড়া পরীক্ষার্থীদের ফলাফল স্থগিত রাখার জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষ নাকি চিন্তাভাবনা করছেন; বৈধতার প্রশ্ন তুললে বলতেই হয়, আগের দিনের রাত অবধি নেয়া পরীক্ষাও বৈধ নয়। কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ প্রথমে জানিয়েছিলেন ইংরেজী ২য় পত্রের অসমাপ্ত পরীক্ষাটা আবার হবে, কিন্তু সব পরীক্ষা ও ব্যবহারিক পরীক্ষা শেষ হবার এত দিন পরও ইংরেজী ২য় পত্রের পরীক্ষা গ্রহণের কোন উদ্যোগ বোর্ড কর্তৃপক্ষ নিচ্ছেন না দেখে আমরা যুগপৎ ক্ষুব্ধ ও উদ্বিগ্ন। দুষ্কৃতকারীরাই ঐ দুর্ঘটনার জন্য দায়ী, পরীক্ষার্থীরা নয়। সেখানে পুলিশ প্রশাসন পালন করেছে নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা। পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিতেই এসেছিল, কিন্তু সে সুযোগ তারা পায়নি। পরীক্ষার্থীরা ইংরেজী ২য় পত্রের পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত। অতএব, কর্তৃপক্ষ সমীপে আবেদন--অবিলম্বে এ পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করে হাজার হাজার উদ্বেগাকুল অভিভাবক ও সংশয়াকুল পরীক্ষার্থীদের দুশ্চিন্তামুক্ত করা হোক।

পংকজ দেব অপু,
সম্পাদক
আন্দোলন গুড়াকার সংসদ,
ডাক : উনসত্তরপাড়া,
উপজেলা : রাউজান, চট্টগ্রাম।